Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture's
Volume – II, Issue-I, published on January 2022, Page No. 1 –4
Website: https://www.tirj.org.in, Mail ID: trisangamirj@gmail.com
e ISSN : 2583 - 0848

মনসামঙ্গলের আখ্যান অবলম্বনে রচিত স্বতন্ত্র নাটক 'চাঁদ বণিকের পালা'র বিশ্লেষণ ও পর্যালোচনা

প্রভা সাঁই
এম,এ, বাংলা বিভাগ, বেনারস হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়
ইমেইল: provasain4@gmail.com

Keyword
মনসামঙ্গল, মনসা, বিশ্বযুদ্ধত্তর, সনকা, প্লট, নাটক

Abstract

Discussion

শম্ভু মিত্র রচিত সর্বশেষ মৌলিক নাটক 'চাঁদ বণিকের পালা'।নাটকটি প্রকাশিত হয় ১৯৭৮ সালে।কিন্তু নাটকটির রচনাকাল ১৯৬৫-১৯৬৬-১৯৭৪। বহুরূপী পত্রিকাতে বটুক ছদ্দনামে নাট্যকার নাটকটি লেখেন তিনটি পর্ব জুড়ে। নাটকটির প্লট সংগ্রহ করতে নাট্যকার মনসামঙ্গলের কাহিনির আশ্রয় নিয়েছেন ঠিকই কিন্তু শম্ভু মিত্রের 'চাঁদ বণিকের পালা' হুবহু মনসামঙ্গলের কাহিনির অনুকরন নয়, তিনি নাটকে মনসামঙ্গলের কাহিনিটিকে আদ্যোপান্ত ব্যাবহার করেননি। কাহিনিতে ঘটিয়েছেন বেশ কিছু পরিবর্তন, তাই তাঁর নাটক হয়ে উঠেছে অভিনব এবং স্বতন্ত্র।

মনসামঙ্গলের কাহিনির আরাম্ভ হচ্ছে মনসার মাহাত্ম্য বর্ণনার মধ্য দিয়ে। অন্যদিকে 'চাঁদ বণিকের পালা' আরাম্ভ হচ্ছে বাণিজ্যিক আলোচনার মধ্য দিয়ে।

"এক ভাইকে,- আমরা সমুদ্দুরের বুকে পাড়ি দিবই দিব।"[১]

নাট্যকার মৌন ,সহ্যশক্তি সম্পন্না সনকাকে করে তুললেন প্রতিবাদী, পাল্টে ফেললেন বেহুলা-লখিন্দরের পরিণতি। কিন্তু কালীদহনের পরিণতি একই রাখলেন। 'চাঁদ বণিকের পালা'র চাঁদ তাই নিতান্তই সাধারণ একজন মানুষ। চাঁদের দুঃখ -জন্ত্রনা-হেরে যাওয়া এতটাই বাস্তব ভাবে নাট্যকার ফুটিয়ে তুলেছেন যে পাঠকবর্গ চাঁদের সাথে নিজেদের বাস্তব জীবনকে খুব সহজেই রিলেট করতে পেরেছে। বিশ্বযুদ্ধত্তর শহরের মানুষের নিঃসঙ্গতার কথা 'চাঁদ বণিকের পালা' নাটকের চরিত্র গুলির নিঃসঙ্গতার অনুরুপ। তারাও শহুরে মানুষের মতন পৃথক পৃথক দ্বীপের বাসিন্দা।সংখ্যালঘু ও সংখ্যাগুরুর লড়াইয়ে সকলেই কমবেশি অংশীদার। কিন্তু যে কোন প্রতিকূল পরিস্থিতি থেকে মুক্তি পেতে হলে যে ঐক্যবদ্ধ ভাবে থাকা প্রয়োজন তাই নাট্যকার বলেছেন।কিন্তু 'চাঁদ বণিকের পালা'র চাঁদ বানিজ্যে যাওয়ার জন্য দল

করতে অসমর্থ।কিন্তু মনসামঙ্গলের চাঁদ বলিষ্ঠ একজন নেতৃস্থানীয় ব্যাক্তি, তাঁকে দল তৈরির জন্য চিন্তাশীল হতে হয়না।সাধারন নাগরিকরা তাঁরি অনুগামী।

শম্ভু মিত্র রচিত 'চাঁদ বণিকের পালা' নাটকে মনসার সশরীরে উপস্থিতি নেই,কিন্তু নাটকের বাতাবরণে আছে তাঁর উপস্থিতি। মনসাই নাটকের মূল চালিকাশক্তি।এখানে চাঁদের সমাজ তাঁর মনসাপূজার অপেক্ষা রাখে না।সকলেই চাঁদের চক্ষের আড়ালে মনসাকে পূজা করেন। চাঁদের মনসাপূজাতে তাই স্বীকৃতির প্রয়োজন নেই বণিক সমাজের কারোরই।

'চাঁদ বণিকের পালা'র সময়কাল বিশ্বযুদ্ধত্তর সময় নয়, বিশ শতকের ছয়ের দশক। তখন সমগ্র পৃথিবীতে চলছে ব্যাক্তিত্তের সংকট। নাটকে মনসা এককথাই নিজেই রাষ্ট্র। তাঁকে দেখা না গেলেও প্রতি পদে পদে তাঁর অস্তিত্ব অনুভব করা যায়। রবীন্দ্রনাথের 'রাজা' নাটকে আমরা এইরকম অদৃশ্য চালিকাশক্তির ছবি দেখতে পায়। মনসার অন্ধকার রাষ্ট্র পরিচালনা করে বেনীনন্দনের মতন কূটনৈতিক ব্যাক্তিবর্গ। তাঁরা সনকার নামে কুৎসা রটাতেও দ্বিধা করেননি, তুলেছেন প্রশ্নচিহ্ন।কিন্তু সমাজ তাঁর সত্যতা বিচারে যায়নি।তাই নাটকে সনকাকে প্রমান দিতে হয়েছে তাঁর সতীত্বের। কিন্তু ব্যার্থ সনকার লবনাক্ত অশ্রুর মূল্য দেইনি রাষ্ট্র।

রাষ্ট্র সর্বশক্তি সম্পন্না।এই রাষ্ট্রের বিরোধিতা স্বরূপ চাঁদের সপ্তডিঙা ডুবে যায়। অবশ্য তা পূর্ব পরিকল্পিত একটি ঘটনা ছিল। মনসামঙ্গল কাব্য থেকে শম্ভু মিত্র লখিন্দর -বেহুলা-সনকার পরিণতি ভিন্ন করলেও এক্ষেত্রে আলাদা কিছু ভাবতে পারলেন না। চাঁদ বণিকের পালা'র চাঁদ 'হারুয়া' তাই এই চাঁদ বিনির্মিত হতে পারেন কিন্তু মধ্যযুগীয় নন।বানিজ্য থেকে সপ্তডিঙা নিয়ে চাঁদ ফেরেন না, ফেরেন একরাশ ব্যার্থতা আর সব খুইয়ে সাধারণ হতে চাওয়ার বাসনা নিয়ে।শম্ভু মিত্রের ক্ষত- বিক্ষত চাঁদ তাই বলেছেন- "চাঁদ; যতো দিন যায়, যতোই বয়স হয়, ততোই মানুষে দেখে শুধু বাঁচ্যার প্রক্রিয়া ফলে-জীবনেতে কতো ভুল, কতো পাপ করা হয়্যা গেছে। যৌবনে তো চেষ্টা কর্যা ভুলে থাকা যায়, কিন্তুক বার্ধক্যে ?সেই সব স্মৃতিগুল্যা যেন অতীতের কালো গর্ত থ্যিকা আচম্বিতে এঁকেবেঁকে উঠে এস্যে মাথায় দংশায়। তখন তো এই একমাত্র পন্থা আছে-ভুল্যাবার।"[২]

মনসামঙ্গলে সনকা পুত্রহারা ,শোকাতুরা। তাঁর দুঃখ-বিলাপে পাঠকএর মন সিক্ত হয়। কিন্তু শম্ভু মিত্রের সনকা হয়ে উঠেছে আস্ত চরিত্র। 'চাঁদ বণিকের পালা' নাটকে সনকা নিজের স্ত্রী মর্যাদা সম্পর্কে সচেতন, এবং বাস্তবিক অনুভূতির বহিঃপ্রকাশেও সে কুণ্ঠিত নয়। তাই নাটকে পুত্রশোকে বিলাপ করাই তাঁর চারিত্রিক বৈশিষ্ট হয়ে থাকেনি। নাটকে সনকা প্রতিবাদী- আত্মমর্যাদা সম্পন্না ,দৃঢ়, পুত্রশোকে বিহ্বল আদর্শ হিন্দু নারী। নাটকে চাঁদ বণিক ও মনসার দ্বন্দ্বের মাঝে পরতে হয়েছে সনকাকে, তাই সনকা বারবার বিপর্যস্ত হয়েছে।কিন্তু সেই পরিস্থিতিতেও সনকা আত্ম অধিকারে সচেতন, দৃঢ় নারি।সমাজের বা রাষ্ট্রের অন্যায় অপবাদে সে আহত কিন্তু ক্ষীণ কণ্ঠা নয়।তায় সকনা বলেছেন- "সনকা-সদাগর, তুমি লোকের সম্মুখে নিজের যে পরিচয় প্রকাশ করো, তুমি সেই লোক নও ।না।তুমি শুধু শিবের আসন প্রতিষ্ঠার জন্য এতদিন যুদ্ধ করো নাই। ওটা হোল পরবর্তী কথা।আগুকার কথা হোল তুমি অহংকারী।আপনার অহংকার তোষণের তরে তুমি লড়াই করেছ। শিব সেথা উপলক্ষ মাত্র।"[৩] 'চাঁদ বণিকের পালা'র সনকা বাক্যবাণে বিদ্ধ করেছেন চাঁদ সদাগর কেও- "সনকা-হাঁ সদাগর, তুমি।তুমি আর কারো দিকে দৃকপাত করো নাই। পত্নী বলো,পুত্র বলো,তোমার সংসার বলো,-সকলেরে সর্বদা তুমি তোমার গর্বের যূপকাষ্ঠে বলি দিয়া পাড়ি দিতি গেছ।"[৪]

চাঁদ বণিকের পালা' নাটকে তাই সনকাকে শত কটাক্ষ-হুমকি-শাসক দলের রক্তচক্ষু সহ্য করেও জারি রাখতে হয়েছে আপন সত্তার খোঁজ। তাই সনকা শ্লেষে জর্জরিত করেছে চাঁদকে ,তবেই তাঁর আত্মার প্রদাহ কমেছে।

স্বামীকে শত্রু বলে ভাবতে তাই সনকার বিন্দুমাত্রও সংশয় হয়নি।সনকা জীবনে স্বামীকে সেভাবে পাশে না পেলেও লখিন্দরকে আঁকড়ে ধরে সনকা বেঁচে থেকেছে।কিন্তু পরবর্তীকালে লখিন্দরের বিবাহে সনকা উপলব্ধি করেছে যে লখিন্দরের উপর তাঁর আর একার আধিকার রইল না,সে এখন অন্ন কোন নারীর পুরুষ। স্ত্রীর দায়িত্ব হারা ,সন্তানের সম্পূর্ণ অধিকার থেকে বঞ্চিতা সনকা তাই নাটকের শেষে পাগলিনী। এই সনকার ভয়ানক রূপ দেখে ভয় পায় সমাজ, যে সমাজ একদিন এই সনকাকে বেশ্যা অপবাদ দিয়েছিল বেনীনন্দনের সাথে জড়িয়ে। এখানেই শম্ভু মিত্রের সনকা হয়ে উঠেছে মনসামঙ্গলের সনকার থেকে এবং চরিত্র সৃষ্টির মাধুর্যে অভিনব।

মনসামঙ্গলে লখিন্দর পৃথক কোন চরিত্র নয়, সে শুধু একটা নাম, তাকে কেন্দ্র করে কাহিনির আবর্তন মাত্র। লখিন্দরের প্রান বাঁচানোর জন্য বেহুলার ভেলা ভাসানো, স্বর্গে দেবতাদের সম্মুখে নৃত্য এই সবই কাহিনির মূল অংশ।কিন্তু এসবের মধ্যে শম্ভু মিত্র তাঁর নাটকে তুলে ধরলেন বেহুলা-লখিন্দরের চরিত্র এর অন্তর্বেদনার কথা। তাঁর হাতে বেহুলা-লখিন্দর হয়ে উঠলো সাধারণ বাঙালি নারীপুরুষ। মনসামঙ্গলে চাঁদ মনসার পূজা দিচ্ছেন এবং বিনিময়ে মনসা চাঁদের সপ্তডিঙা -হারিয়ে যাওয়া সন্তানদের ফিরিয়ে দিলেন এখানেই কাহিনির পরিসমাপ্তি।কিন্তু 'চাঁদ বণিকের পালা' নাটকের বেহুলা-লখিন্দর অন্য স্রোতের যাত্রী। স্বামীর প্রান ফিরিয়ে আনার জন্য বেহুলাকে কামুক দেবতাতের সামনে নৃত্য পরিবেশন করতে হয়েছিল।বেহুলার লাস্যময়ী নৃত্যে মুগ্ধ হয়ে দেবতারা লখিন্দরের প্রান ফিরিয়ে দেন। কিন্তু 'চাঁদ বণিকের পালা' নাটকে বেহুলার নারীত্বের বিনিময়ে পাওয়া জীবন রাখতে সম্মত হয়নি লখিন্দর। তাই আত্মিক সঙ্কটের থেকে মুক্তি পেতে আত্মহত্যার পথ বেছে নিয়েছে লখিন্দর।এখানেই লেখক ফুটিয়ে তুলেছেন সমকালীন উত্তাল বাংলার ছবি। তৎকালীন বঙ্গে তখন নকশাল আন্দলনের আগুন জ্বলছে (১৯৬৭-১৯৭২)।সমাজে শাসকদলের অত্যাচার ,নৈতিক অশুচিতা, যৌনলিপ্সা, সন্ত্রাস এসবের ফল স্বরূপ না জানি কত সাধারণ মানুষকে বেছে নিতে হয়েছে আত্মহননের পথ। এই আত্মহনন আসলে পালিয়ে যাওয়া নয়, এ হল নীরব প্রতিবাদ,দেশ-কাল সমাজের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ। 'চাঁদ বণিকের পালা' নাটকে এই প্রতিবাদে সোচ্চার বেহুলা-লখিন্দর চরিত্র দুটি।

মনসামঙ্গলে মূলত চাঁদ মনসার মধ্যে দ্বন্দ্ব, সনকার বুকফাটা কান্না, স্বামীর প্রান বাঁচানোর জন্য বেহুলার স্বর্গে যাত্রা, কাহিনির শেষে চাঁদ দ্বারা মনসার পূজা প্রাপ্তি হল মূল কাহিনি।সেখানে লখিন্দরের কোন স্বতন্ত্র অস্তিত্ব নেয়।লখিন্দর মঙ্গল কাব্যে শুধু একটি নাম ছিল মাত্র। কিন্তু শম্ভু মিত্র লখিন্দরকে বাস্তব চরিত্রে পরিনত করলেন। বিশ্বযুদ্ধোত্তর পরিস্থিতিতে যে অস্তিত্বের সংকট হয়েছিল সেই সংকটকালীন পরিস্থিতিতে নিজের অস্তিত্ব খুঁজে চলে 'চাঁদ বণিকের পালা'র লখিন্দর।তাই লখিন্দর প্রশ্নে গর্জে ওঠে–

"লখি কেন তুমি এই পথ ব্যেছে নিয়্যে ছিলে? ঘর পেলে? শান্তি পেলে?সমাজে সম্মান পেলে? উপরন্তু তোমার কারনে আমার মায়েরে কেন অপমান হতে হয়? মোরে কেন অপমান হতে হয়? তোমার এ উন্মত্ত আদর্শের দায়ে আমাদের সহজে বাচ্যার পথ কেন রুদ্ধ হয়?"[৫] নিজের জন্ম পরিচয় সম্পর্কে কুৎসা শুনে লখিন্দর বিব্রত হয়, প্রতিবাদ করতে ছায়।নিজের দুঃখের প্রকাশ করে সে ন্যাড়ার কাছে।

"লখি- কিছু লোকে কয়্যাছিল আমি নাকি বেণীর জারজপুত্র"[৬]

লখিন্দর নিজের মায়ের চরিত্রে লাগা কালিমা ঘোচাতে চেয়েছে, কিন্তু ব্যার্থ হয়ে মার খেয়ে ফিরে আসতে হয়েছে তাঁকে। নাটকের শেষে ভিক্ষালব্ধ প্রান নিয়ে বেঁচে থাকতে চাইনি লখিন্দর তাই সে বেছে নিয়েছে আত্মহননের পথ।এখানেই নাট্যকার মনসামঙ্গল থেকে স্বতন্ত্র ভাবে গড়ে তুলেছেন লখিন্দর চরিত্রটিকে।

অন্যদিকে বেহুলা কীসের বিনিময়ে লখিন্দরের প্রাণ ফিরিয়ে এনেছিল তা 'চাঁদ বণিকের পালা'র পাথকের বুঝতে বিন্দুমাত্রও অসুবিধা হয় না। সেই ছদ্ম সতীত্ব নিয়ে সমাজের কাছে প্রশংসা কুরানো নাটকের বেহুলার পক্ষে

সম্ভব ছিল না,তাই সে বেছে নিয়েছে আত্মহননের পথ।এখানেই বেহুলাও হয়ে উঠেছে মঙ্গলকাব্যের বেহুলার থেকে স্বতন্ত্র।

'চাঁদ বণিকের পালা' নাটকের বহিরাবরনে মনসামঙ্গলের ছাঁদটি বজায় থাকলেও অন্তরবয়ানে নাট্যকার বিপুল পরিবর্তন ঘটিয়েছেন। চাঁদ এখানে পিতৃতান্ত্রিক সমাজের অনড় মূর্তি, যার কাছে নিজের ধর্ম -বিশ্বাস-মতামতের বাইরে অন্য কোনো কিছু মান্যতা পাইনি। নাটকে একদিকে বল্লভাচার্য- বেনীনন্দনের দল অন্যদিকে ভৈরব করালী দের দল। উভয়েই সামন্ততান্ত্রিক সমাজের ক্ষমতায়নের প্রতিচ্ছবি। পারস্পরিক দলাদলি, স্বার্থপরতা এই সমস্ত রাজনৈতিক দলের প্রধান বৈশিষ্ট। রাজনীতির মাদকতা সমাজকে এমনভাবে গ্রাস করেছে যে তাঁরা শুধুই অন্ধকারের যাত্রী হয়ে উঠেছে। এই অন্ধকারের প্রতীক -দেবী মনসা। নাটকে অন্ধকার অর্থাৎ অশুভ শক্তির সাথে লড়াই চাঁদের। দেবী মনসা নাটকে ক্রূর -স্বরযন্ত্রী নন। তিনি আপস মীমাংসা তেও যেতে চেয়েছেন। তাই চাঁদের দিকে বাড়িয়ে দিয়েছেন সন্ধির হাত। কিন্তু চাঁদ তাতে সম্মত হননি। তাই চাঁদের সাথে বেঁধেছে মনসার লড়াই। পরিণতি স্বরূপ নাগ দংশনে মারা গেছে চাঁদের ছয় পুত্র, চাঁদের বাণিজ্য তরীও ডুবে গেছে, বাসরঘরে কালসর্প দংশন করেছে লখিন্দরকে।এরপর লখিন্দরের প্রান বাঁচাতে বেহুলা ভেলা ভাসিয়েছে স্বর্গের উদ্দেশ্যে যাত্রার জন্য কাহিনি এই পর্যন্ত মূল কাহিনির অনুসারী হলেও শম্ভু মিত্রের হাতে তা হয়ে উঠেছে স্বতন্ত্র।

মনসামঙ্গল কাব্যে ছেদ টানা হয়েছিল মনসার পায়ে অবনত, অনুতপ্ত চাঁদের সবকিছু ফিরিয়ে দেওয়ার মধ্য দিয়ে। বিদ্রোহী চাঁদ মনসাকে পূজা দেওয়ার পর দ্বিধাহীন আনন্দিত চিত্তে ফিরে পেয়েছেন ছয় পুত্র ও সপ্তডিঙা। এবং পরিশেষে চাঁদ হয়েছেন দৈব অনুগ্রহের পাত্র। কিন্তু শম্ভু মিত্র নাটকটির বিনির্মাণ ঘটিয়েছেন তাই তিনি মনসামঙ্গলের মিলনাত্মক কাহিনির পরিবর্তন করেছেন। নাটকটির পরিণতি স্বরূপ তিনি দেখিয়েছেন বেহুলা- লখিন্দরের যুগল আত্মহত্যা। নাটকের এই পরিণতি বুঝিয়ে দেয় যে 'চাঁদ বণিকের পালা'র কাহিনি মনসামঙ্গল এর আখ্যান আশ্রিত হলেও তা কতখানি স্বতন্ত্র।

তথ্যসূত্র :

১। মিত্র, শম্ভু : 'চাঁদ বিণেকর পালা', পঞ্চদশ সংস্করণ; মাঘ ১৪২৫ কলকাতা, এম. সি. সরকার অ্যান্ড সন্স প্রাইভেট লিমিটেড, পৃষ্ঠা- ১
২। তদেব, পৃষ্ঠা- ১৩০
৩। তদেব, পৃষ্ঠা- ৭৬
৪। তদেব, পৃষ্ঠা- ৭৬
৫। তদেব, পৃষ্ঠা- ৮৬
৬। তদেব, পৃষ্ঠা- ৮৫